তারেক মাসুদ

রুবাইয়াৎ আহমেদ

তারেক মাসুদ

ড. রুবাইয়াৎ আহমেদ

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

তারেক মাসুদ
ড. রুবাইয়াৎ আহমেদ

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ড. সাজেদুল আউয়াল

পাণ্ডুলিপি
লাইব্রেরি শাখা
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

গ্রন্থস্বত্ব
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

প্রচ্ছদ
মাসুক হেলাল

মুদ্রক
এসোসিয়েটস প্রিন্টিং প্রেস
১৬৪ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড
ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৮৩১৭৩৮৪, ০১৯২৪৯৪০৭৬৫

মূল্য
টা: ২০০ মাত্র

Tareq Masud (biography) by Rubayet Ahmed, Published by Bangladesh Film Archive. First Edition : June 2013. ISBN : 978-984-33-7618-3

ভূমিকা

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ এর প্রশিক্ষণ কোর্স 'ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স-এর মাধ্যমে এক দল তরুণ মেধাবী চিত্রনির্মাতার আবির্ভাব ঘটে বাংলাদেশে। অকাল প্রয়াত চলচ্চিত্র নির্মাতা তারেক মাসুদ সে দলটির অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র। নরসুন্দর, মাটির ময়না, মুক্তির গান, অন্তর্যাত্রা, রানওয়ের মতো ছবির নির্মাতা তারেক মাসুদের আকস্মিক প্রয়াণ চলচ্চিত্রপ্রেমীদের মতো আমাদের বিমূঢ় করে দিয়েছিলো। তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ এর পক্ষ থেকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তাঁর স্মৃতিকে ধরে রাখার তাগিদ ছিলো নিরন্তর। সে অনুভবের প্রকাশ এ জীবনীগ্রন্থ।

ড. রুবাইয়াৎ আহমেদ কর্তৃক প্রণীত গবেষণাপত্র 'তারেক মাসুদ' অবলম্বনে সীমিত পরিসরে তারেক মাসুদকে নিয়ে প্রকাশিত একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এটি বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ কর্তৃক প্রদত্ত ধারাবাহিক ফেলোশিপ এর একটি প্রয়াস।

এ গ্রন্থে গবেষক তারেক মাসুদের জীবনের নানাদিক যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি নান্দনিক, জীবন ঘনিষ্ঠ চলচ্চিত্রের এক ফেরিওয়ালার সৃজনশীলতাকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বিন্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন, প্রাথমিকভাবে যা পাঠককে মুগ্ধ করবে। গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে তারেক মাসুদের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত, তাঁর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র এবং পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও মতামত। আছে বিভিন্ন গণমাধ্যমে পূর্ব প্রকাশিত কয়েকটি সাক্ষাৎকার। সবশেষে তাঁর প্রয়াণ পরবর্তী গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ ও স্মরণবার্তা। তারেক মাসুদ একজন সমাজ সচেতন মানুষ, একজন মেধাবী চলচ্চিত্রকার। সাক্ষাৎকারগুলোতে তারেক মাসুদের মানস গঠন ও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর মানবিকতাবোধ এর পরিচয় পাবে পাঠক। স্মরণবার্তাগুলোয় তাঁর প্রতি গণমানুষের ভালবাসার বিষয়টি মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। স্বল্প পরিসরে হলেও গ্রন্থাকারে বিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে গবেষক মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। ভাষার সরলতা ও সরসতা পাঠককে মুগ্ধ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

গবেষণাপত্রটি তত্ত্বাবধান করেছেন চলচ্চিত্র শিক্ষক ড. সাজেদুল আউয়াল যিনি তারেক মাসুদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। গ্রন্থটির প্রতিটি অধ্যায়ে রয়েছে তাঁর যত্নের বিশেষ ছোঁয়া। তাঁকে ধন্যবাদ। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের পরিচালক জনাব এ. এম. মোতাহের হোসেন, ফিল্ম ও লাইব্রেরি শাখার সংশ্লিষ্ট সকলেই গবেষণাপত্রটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন। গ্রন্থটি পাঠকপ্রিয় হলে আমাদের সকলের পরিশ্রম সার্থক হবে।

কামরুন নাহার
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

দায় স্বীকার

জীবন একদিন ফুরাবে,
তার তরী ভেসে হারাবে অনন্তের স্রোতে।
তবু সময় পুরোবার আগে
যেজন রাখে মাথা প্রাজ্ঞ মৃত্যুর কোলে,
তাঁর তরে জাগে শোক।
যেজন চুকিয়ে দেয় জীবনের পাঠ,
সেজন নির্ভার।
আর আমরা এখনো নিঃশ্বাস নিচ্ছি যারা
ক্রমশ পুড়ে যেতে থাকি নীলাভ্র দহনে।
তাতে নোনাজলের শুশ্রুষা নাই,
কেবল ভেতরে চেপে বসে বেদনার হিমালয়।

বাংলাদেশের অসামান্য চলচ্চিত্র নির্মাতা তারেক মাসুদের আকস্মিক অকাল অন্তর্ধানে বিমূঢ় হয়ে যাওয়ার পর তাঁকে নিয়ে কিছু একটা করার তাগিদ অনুভব করছিলাম। মূলত লেখালেখির সঙ্গে সম্পৃক্ত বিধায় এ ভূখণ্ডের চলচ্চিত্রের প্রকৃত ফেরিওয়ালাকে নিয়ে, তাঁর সৃজন মুখরতাকে নিজস্ব দৃষ্টির বিবরণে বিন্যস্ত করার একটি প্রাথমিক পরিকল্পনাও গেঁথে যায় আমার ভেতরে। আর সেই সময়পর্বেই বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ আহ্বান করে চলচ্চিত্র সম্পর্কিত গবেষণা পাণ্ডুলিপি। তারেকের ওপর আমার ব্যক্তিগত ভাললাগা, শ্রদ্ধা এবং সমসময়েই করা পরিকল্পনা বিবেচনায় ওই প্রকল্পে তাঁর ওপর একটি ধারণাপত্র জমা দেই। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ধারণাপত্র গ্রহণপূর্বক আমাকে ফেলো মনোনীত করে। এ জন্য আমি বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের প্রতি জানাচ্ছি সবিনয় কৃতজ্ঞতা।

গ্রন্থটি প্রণয়ণকালেই আমি অতিক্রম করছিলাম একটি ঐতিহাসিক সময়। সেই সময় অর্থাৎ ২০১২ সালে লন্ডন অলিম্পিকের অংশ হিসাবে শেক্সপিয়রের গ্লোব থিয়েটারে প্রথমবারের মতো বাংলা ভাষায় মঞ্চস্থ 'দ্য টেম্পেস্ট' নাটকটির মহড়া চলছিল। ঢাকা থিয়েটারের প্রযোজনা ও নাসির উদ্দীন ইউসুফ নির্দেশিত এই নাটকের অনুবাদ ও রূপান্তর সম্পন্ন হয় আমার হাত দিয়েই। নাটকটিতে একটি চরিত্র রূপায়নের সুযোগও দেয়া হয় আমাকে। ওই বছরের ৭ ও ৮ মে গ্লোব থিয়েটারে মঞ্চায়িত হয় 'দ্য টেম্পেস্ট'। নাট্যপ্রযোজনাটির সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত থাকার ফলে আমি তারেকের ওপর গবেষণায় যথাযথ মনোনিবেশ করতে ব্যর্থ হই। কেননা তার পরের মাসেই অর্থাৎ ৩০ জুনের মধ্যেই গ্রন্থ প্রণয়ন সম্পন্ন করে জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা ছিল। এ কারণে আমি সম্মুখীন হই প্রবল এক চাপের। কিন্তু এরপরও শ্রদ্ধেয় নানাজনের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

গ্রন্থটি অত্যন্ত সুলিখিত ও নিবিড় গবেষণায় ঋদ্ধ নয় স্বীকার করে নিচ্ছি। এরপরও তারেক মাসুদকে নিয়ে সীমিত পরিসরে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ এটিই। আর এ কারণে গ্রন্থটি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের একজন মহান নির্মাতাকে জানাবোঝার ক্ষেত্রে প্রাথমিক পাঠ বলে বিবেচিত হতে পারে। আর তা যদি হয়, তবে আমার প্রচেষ্টা স্বার্থক বলে

বিবেচনা করবো।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে তারেক মাসুদ সম্পর্কিত নানা পরামর্শ দিয়ে আমাকে দিশা দিয়েছেন এবং আলাপচারিতার মাধ্যমে মহামূল্যবান সময় ক্ষয় করেছেন নাট্যজন ও চলচ্চিত্র নির্মাতা নাসির উদ্দীন ইউসুফ, ডক্টর জাহাঙ্গীর হোসেন, চলচ্চিত্র নির্মাতা ও সমালোচক মানজারে হাসীন মুরাদ, ক্যাথরিন মাসুদ, কবি সাজ্জাদ শরিফ, শিল্পী ঢালী আল মামুন, শিল্পনির্দেশন তরুণ ঘোষ, চলচ্চিত্র নির্মাতা মনিস রফিক, হাবিবুর রহমান মাসুদ, নাহিদ মাসুদ প্রমুখ। তাঁদের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের মহাপরিচালক কামরুন নাহারের প্রতি। তাঁর অশেষ প্রয়াসেই এই গ্রন্থ আলোর মুখ দেখছে।

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের গ্রন্থাগারিক মো. নজরুল ইসলামের প্রতি কৃতজ্ঞতা। এমন বিরুদ্ধকালে তাঁর মতো অমায়িক আর সহযোগিতার মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ বিরল। প্রতিষ্ঠানটির অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতিও সবিনয় কৃতজ্ঞতা। বিভিন্ন সময়ে তাঁরা আমাকে নানাভাবে সহায়তা দিয়েছেন।

ঋণ স্বীকার করছি আমার শিক্ষক বিশিষ্ট চলচ্চিত্র সমালোচক ডক্টর আহমেদ আমিনুল ইসলামের প্রতি। সময়ের স্বল্পতাজনিত কারণে কাজটি থেকে পিছিয়ে যেতে চাইলে তিনি আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন।

ভ্রাতৃতুল্য শাহাদৎ রুমনের প্রতি কৃতজ্ঞতা। ওর নিরবচ্ছিন্ন তাগাদা না থাকলে এই কর্ম সম্পাদন দূরুহ হতো। গ্রন্থে সন্নিবেশিত ছবিগুলো দিয়ে তারেক মাসুদের ছোটভাই নাহিদ মাসুদ আমাকে করেছেন চিরঋণী।

এই গ্রন্থে তারেক মাসুদের ওপর নিজেদের লেখা ও সাক্ষাৎকার প্রকাশের সানুগ্রহ অনুমতি দিয়ে ঋণী করেছেন কবি ফরহাদ মজহার, অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান, ডক্টর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, মনিস রফিক, কবি ওবায়েদ আকাশ, কবি সোহেল মাজহার, কথাশিল্পী মাহবুব মোর্শেদ, চলচ্চিত্র সমালোচক ও আন্দোলনকর্মী বেলায়াত হোসেন মামুন, নাট্যকার ও সাংবাদিক রাশেদ শাওন, প্রাবন্ধিক, সমালোচক ও সাংবাদিক তৈমুর রেজা এবং কবি ও অনুবাদক রুদ্র আরিফ। তাঁদের সবার প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আমার অনুরোধে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই গ্রন্থটির প্রচ্ছদ করে দিয়ে ঋণী করে রাখলেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী মাসুক হেলাল।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এই রচনার তত্ত্বাবধায়ক ডক্টর সাজেদুল আউয়ালের প্রতি। একলব্যের সাধনার মতো এই গ্রন্থের জন্ম হলেও তিনিই এর প্রধান আধার।

সকলের মঙ্গল হোক।

রুবাইয়াৎ আহমেদ
আষাঢ় ১৪২০, জুন ২০১৩
পশ্চিম মনিপুর, মিরপুর, ঢাকা।

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়. তারেক মাসুদের জীবন ও কর্ম	১-১৬
দ্বিতীয় অধ্যায়: তারেক মাসুদের চলচ্চিত্র	১৭-২৮
পরিশিষ্ট-১	
তারেক মাসুদের নির্বাচিত উল্লেখযাগ্য সাক্ষাৎকার	২৯-৮৫
পরিশিষ্ট-২	
তারেক মাসুদের অন্তর্ধান: গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রবীণ-নবীনের নির্বাচিত স্মরণবার্তা	৮৬-১১১